ABSTRACT

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মনোজ বসুর অবিসংবাদিত প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে ওঠে তাঁর জীবৎকালেই। তাঁর সমকালেই সৃজ্যমান এই কথাসাহিত্যিকের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা জনপ্রিয় হলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে প্রায় বিস্মৃত লেখক মনোজ বসুর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে মনোজ বসুর কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাঁর সমগ্র রচনা-সম্ভার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে আমাদের এই গবেষণায়। উপন্যাসগুলির রচনাকাল অনুসারে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লষণের সঙ্গে সমসাময়িক লেখক বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও শৈলজানন্দের রচনার তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখকের রচনাগুলির শিল্প-প্রকরণ বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে আমাদের গবেষণায়। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশকালের প্রেক্ষিতে মানব জীবন ও চরিত্রকে উপস্থাপন করে মনোজ বসু নির্মাণ করেছেন আপন শিল্পভুবন। সাহিত্যের মাধ্যমে উপদেশ বা হিতসাধন করার সংকল্প তাঁর নেই। সমকালের রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাধারণ মানব-মানবীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ জীবন, বাদাবনের নিসর্গলগ্ন মানুষের জীবনকথা – সবমিলিয়ে এক নূতন কথাশিল্প সৃজন করেছেন মনোজ বসু। দৃষ্টিভঙ্গির অকৃত্রিম সরলতায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি শান্ত, সুস্থ, স্বাভাবিক এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। বর্ণনার সহজ সরলতার সঙ্গে গল্পকথনের দ্রুততায় মনোজ বসু ক্লান্তিহীনভাবে মোহাবিষ্ট রাখেন আমাদের। অন্যান্য লেখকেরা অল্পবিস্তর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করলেও মনোজ বসু থেকেছেন জল-মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। কেবল সুখপাঠ্যতা নয়, জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে উপন্যাসের আঙ্গিকের সঙ্গে মিশিয়ে মনোজ বসু যে শিল্পভুবন নির্মাণ করেছেন, তারই মূল্যায়ণ আমার এই গবেষণা।

বীজশব্দ: মনোজ বসু, উপন্যাস, বাদাবন, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।